লিফ্ট (Lift)

ডাঃ নীলাঞ্জন সেনগুপ্ত

২০২১ সালের জুলাই মাসের বৃষ্টিভেজা শনিবারের সন্ধ্যা। প্রায় সাত দিন প্রচন্ড গুমোট গরমের পর আজ বিকেল থেকে আকাশে স্বস্তির মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। রাহুল কিন্তু তা বুঝতে পারছে না। রাহুল মানে ডাঃ রাহুল ব্যানার্জী, শিয়ালদহের একটি সরকারি হাসপাতালের post doctoral trainee, অর্থাৎ DM Course এর দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। আজ রাহুলের evening shift এ COVID ward এ duty। তাই সে সেখানে PPE পরে মনোযোগ সহকারে রোগীদের দেখভাল করছে।

Duty শেষ করে, PPE doffing করে, নিজের department এ গিয়ে স্নান সেরে fresh হয়ে যখন সে গাড়িতে start দিল তখন প্রায় রাত ৯টা বাজে। হাসপাতাল ক্যাম্পাস একেবারে শুনশান- খালি কয়েকটা কুকুর জটলা করেছে পিছনের গেটের এর কাছে।

এই ছোট্ট wine red রঙের hatch back গাড়িটা রাহুলের বড় প্রিয়। মাত্র কয়েকমাস হল এটা ও কিনেছে বাবার কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়ে আর অল্প কিছু bank loan নিয়ে। প্রথম কয়েকমাস ড্রাইভার রেখেছিল, কিন্তু এখন সে নিজেই confidently গাড়ি চালাতে পারে, তাই অনেকটা স্বাধীন।

হসপিটাল ক্যাম্পাস থেকে বড় রাস্তায় বেরিয়ে রাহুল বুঝতে পারলো সন্ধেবেলা বেশ ভালই বৃষ্টি হয়েছে। কারণ রাস্তায় এখনো অল্প জল জমে আছে। আর টিপ টিপ বৃষ্টি তো এখনো হয়েই চলেছে।

রাহুলের বাড়ি যোধপুর পার্কে। সেখানে সে থাকে বাবা মায়ের সঙ্গে। রুচিতার সঙ্গে সাত আট বছরের প্রেম, কিন্তু এখনো বিয়েটা করা হয়ে ওঠেনি, DM complete করে সেই কাজটা সেরে নেবে ঠিক করেছে।

মৌলালী থেকে রাহুল সোজা মল্লিক বাজারের দিকে গাড়িটা চালিয়ে দিল। রাত হয়েছে, তারপর বৃষ্টি, তাই রাস্তায় অত গাড়ির চাপ নেই। নোনাপুকুর ট্রাম ডিপোর কাছে যখন গাড়িটা signal এ দাঁড়িয়েছে রাহুল দেখলো, একটি মেয়ে, বেশ সুশ্রী, বয়স ২২-২৩ হবে, সালওয়ার কামিজ পরিহিতা, তার কাছে লিফ্ট চাওয়ার ইশারা করছে। ভাবলো ignore করবে, কিন্তু মেয়েটিকে দেখে কেমন যানি মায়া হল - বোধহয় বৃষ্টিতে আটকে পড়েছে, যানবাহন কিছুই পাচ্ছে না - তাই লিফ্ট চাইছে। রাহুলের মনে হল রুচিতাওতো এইরকম মুসিবতে পড়তে পারে কখনো।

রাহুল গলা উঁচিয়ে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলো, "কিছু বলবেন?"

মেয়েটি পাল্টা প্রশ্ন করলো, "আপনি কোন দিকে যাবেন?"

রাহুল বললো "যোধপুর পার্ক।"

মেয়েটি বললো "আমায় একটু লিফট দেবেন please? আমি রুস্তমজী স্ট্রিট এ থাকি ।"

রাহুল রুস্তমজী স্ট্রিট চেনেনা, তাই জিজ্ঞেস করলো "সেটা কোথায়?"

মেয়েটি উত্তর দিলো, "বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে।"

"তাহলে উঠে পড়ুন, আমি তো ঐ দিক দিয়েই যাবো।"

যদিও মেয়েটিকে গাড়িতে উঠতে বললো, রাহুল বুঝতে পারলো না কাজটা সে ঠিক করলো কি না। আজকাল কত কি ঘটে। মেয়েটা যদি ওকে ফাঁসিয়ে দেয়? মেয়েটা যদি চোর হয়?

যাইহোক হোক উঠেই যখন পড়েছে, মেয়েটির সঙ্গে দুটো বাক্যালাপ না করাটা অভদ্রতা।

মেয়েটি পিছনের সিটে বসেছে, আর রাহুল যথারীতি driver's seat এ।মেয়েটি বললো ওর নাম কুহেলী মিত্র। থাকে ২২৫ নং রুস্তমজী স্ট্রিট এ। Botany Honours নিয়ে B.Sc পড়ছে। এসেছিলো মল্লিক বাজারের কাছে ওর বন্ধু সালেহার বাড়িতে, কিছু notes exchange করার জন্য। তারপর বৃষ্টিতে আটকে পড়েছে। বেরিয়ে কোনো বাস পাচ্ছিলো না, টাক্সিও যেতে চাইছিলো না, আর Uber তো ধরা ছোঁয়ার বাইরে surge pricing এর জন্য। এদিকে রাত হয়ে গেলে বাড়িতে বাবা মা বকাবকি করবেন, তাই খুব ভয় পাচ্ছিলো। ডাক্তারের গাড়ি দেখে সাহস করে লিফ্ট চেয়েছে।

রাহুল একবার ঘাড় ঘুরিয়ে মেয়েটিকে দেখে নিল।বেশ ফর্সা, মিষ্টি গোলগাল চেহারা, চুলগুলো বৃষ্টিতে ভিজে গেছে। দেখে কেমন যেন মায়া হলো।

রাহুল drive করতে করতেই বললো, "আপনি relax করে বসুন, খালি বালিগঞ্জ ফাঁড়ি ক্রস করার পর আমাকে রুস্তমজী স্ট্রিট এর গলিটা দেখিয়ে দেবেন। বৃষ্টি পড়ছে তো, আপনাকে একেবারে বাড়িতেই নামিয়ে দেব।"

রাহুল কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করলো, মনে হয় মেয়েটি genuine, বাবার নামও বললো - রামকৃষ্ণ মিত্র; নাকি উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী।

প্রায় মিনিট পাঁচ সাতেক drive করার পর রাহুল শুনতে পেলো মেয়েটি গাড়ির পেছনে বসে গান ধরেছে, প্রথমে গুন গুন করে, তারপর বেশ জোরেই - "আয়েগা আনেওয়ালা" - অনেক পুরনো একটা গান। লতা মঙ্গেশকরের গাওয়া এই গানটা রাহুলের বেশ প্রিয়, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে - এই বৃষ্টিভেজা শনিবারের রাতে একজন অপরিচিতার গলায় ও যেন গানটা একেবারেই enjoy করছিল না। বরং একটু বিরক্তই হলো। কি যেন মেয়েটির নাম - কুহেলী, এ যেন বসতে পারলে শুতে চায়। এতক্ষণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজছিল, বাড়ি যাওয়ার কোনো যানবাহন পাচ্ছিল না, এখন রাহুলের

গাড়িতে সহজে লিফ্ট পেয়ে পিছনের seat এ আরাম করে বসে দিব্যি সিনেমার গান ধরেছে - যেন romantic outing এ বেরিয়েছে প্রেমিকের সঙ্গে। আর গানের selection টাই বা কিরকম! এত গান থাকতে সেই মান্ধাতা আমলের 'মহল' ছবির এই গানটাই? রাহুলের একটু যেন অস্বস্তিও হলো, একটু যেন গা টা ছম ছম করলো।

কিন্তু কি আর করা যাবে? রাহুল তো আর অভদ্রতা করতে পারেনা - তাই কুহেলীকে কিছু বললো না।

অচিরেই ওরা বালিগঞ্জ ফাঁড়ি পৌঁছে গেলো। এবার তো মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করতে হবে, মেয়েটির বাড়ির direction। পিছনে তাকিয়েই রাহুল চমকে উঠলো, পিছনের seat এ তো কেউ নেই। খেয়াল করলো গানটাও কয়েক মিনিট আগে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

এ আবার কিরকম অসভ্য মেয়ে? এত কারখানা করে লিফ্ট চাইলো, গাড়িতে বসে কথা বললো, ফুরফুরে গান গেয়ে রাহুলের বিরক্তি উদ্রেক করলো, তারপর কিছু না বলে কখন মাঝপথে নেমে গেল; রাহুল টেরও পেল না। দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজও পেল না। ওকে গাড়িতে তোলাই ভুল হয়েছিল।

একটা গলির মধ্যে একটু ফাঁকা জায়গা দেখে রাহুল গাড়িটা পার্ক করলো। Check করে নিল পিছনের seat এ রাখা ব্যাগের মধ্যে সব জিনিস- Stethoscope, Mobile charger, pen ইত্যাদি ঠিক আছে কিনা! দেখলো - না সব ঠিকই আছে। কিছু খোয়া যায়নি, মেয়েটা তাহলে চোর নয়।

রাহুল গাড়িটা start দিয়ে গড়িয়াহাটের দিকে যেতে যাবে, এমন সময় ওর মনে হল বাবার সঙ্গে দেখা করে দুটো কথা শুনিয়ে আসবে "আপনি নাকি মস্ত বড়ো সরকারী কর্মচারী? মেয়েকে কি শিক্ষা দিয়েছেন? এতটুকু সহবৎ শেখাতে পারেননি?"

যেমন ভাবা তেমন কাজ। কুহেলীদের বাড়ির ঠিকানা তো রাহুলকে ও বলেই ছিল। তাই রুস্তমজী স্ট্রিটে মিত্রদের বাড়ি খুঁজে পেতে রাহুলের কোনো অসুবিধাই হল না।

দিব্যি সুন্দর দোতলা বাড়ি। বাড়িটি ছোটো কিন্তু আভিজাত্যের ছাপ আছে।

ডোরবেল বাজাতে এক বছর পঞ্চান্নর ভদ্রলোক দরজা খুললেন, বেশ সম্ভ্রান্ত চেহারা, ফর্সা রং, চোখে rimless চশমা, একমাথা চুল - সব সাদা।

রাহুল নিজের পরিচয় দিল, বললো "অসময়ে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। আপনি কি শ্রী রামকৃষ্ণ মিত্র?"

"হ্যাঁ, কি ব্যাপার বলুন তো?"

"আপনার মেয়ের নাম কি কুহেলী মিত্র?"

ভদ্রলোক যেন একটু ইতস্তত করে বললেন, হ্যাঁ, কেন বলুন তো?"

"মিস্ মিত্র নোনাপুকুর ট্রাম ডিপোর কাছ থেকে আমার গাড়িতে উঠেছিলেন বাড়ি ফিরবেন বলে। বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে এসে দেখি মাঝপথে কখন আমাকে কিছু না বলে, না জানিয়ে গাড়ি থেকে নেমে গেছেন! উনি কি বাড়ি ফিরে এসেছেন? আপনাদের দেখে তো সম্ভ্রান্ত পরিবার বলেই মনে হচ্ছে; এই পরিবারের মেয়ের কাছ থেকে এইরকম irresponsible, অসভ্য ব্যবহার আশা করিনি।" - একটু রূঢ়ভাবেই বললো রাহুল।

রাহুলের কথার কোনো উত্তর দিলেন না রামকৃষ্ণ বাবু। শুধু বললেন "ভেতরে আসুন please।"

ভদ্রলোক রাহুলকে বৈঠকখানা পার করে একটি ছোট্ট বেডরুমে নিয়ে গেলেন। এবার রাহুলের আর একবার চমকে ওঠার পালা। রাহুল দেখল সেই ঘরে একটি টেবিলের উপর সেই মেয়েটির ছবি - যাকে সে একটু আগে লিফ্ট দিলো। ছবিতে টাটকা রজনীগন্ধার মালা আর তার সামনে এখনও দুটো আধপোড়া ধুপকাঠি জ্বলছে।

ভদ্রলোক বলে চললেন, "আজ ১০ই জুলাই। ঠিক চার বছর আগে এই দিন সন্ধ্যায় আমার একমাত্র মেয়ে কুহেলী বন্ধুর বাড়ি থেকে ফেরার পথে নোনাপুকুর ট্রাম ডিপোর কাছে private bus এর তলায় চাপা পড়ে প্রাণ হারায়। তারপর প্রতি বছরই ১০ই জুলাই ঐ সময়ে ঐখান দিয়ে যাওয়া কোনো পুরুষ মানুষের কাছে ও বোধহয় দেখা দেয়। আপনি তৃতীয় ব্যক্তি। কিছু মনে করবেন না please, কুহেলী খুব ভালো মেয়ে ছিল - আমাদের সকলের নয়নের মনি ছিল। অত্যন্ত মেধাবী আর খুব ভদ্র। খুব ভালো গান গাইতো। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে চলে গেলো তো; সব সাধই অপূর্ণ রয়ে গেছে, তাই হয়তো পার্থিব জগতের মায়া কাটাতে পারেনি। বারবার ফিরে আসে।

রাহুল আর মুখ তুলে রামকৃষ্ণ বাবুর চোখে চোখ রাখার সাহস পেলো না।

এত রাতে বিরক্ত করার জন্য আর একবার দুঃখ প্রকাশ করে কোনো রকমে মিত্র বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। পা যেন ওর আর চলছিল না, কোনো রকমে গাড়িতে উঠে গাড়ি start দিলো রাহুল। বালিগঞ্জ ফাঁড়ি থেকে যোধপুর পার্কের বাড়ির নিরাপদ আশ্রয়ের দূরত্ব এখন রাহুলের কাছে যেন এক হাজার আলোকবর্ষ সম।।

এই গল্পের সব চরিত্র কাল্পনিক। বাস্তব কোনো ঘটনা বা চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্য নিতান্তই কাকতলীয় ও অনিচ্ছাকৃত।

সহায়তায় সৌম্য রায়।